cm½ Bg¨wbwU

weke¨vs‡Ki wei“‡× i“‡L `vov‡bvi AvnŸvb

লিখেছেন **সাইফুল হাসান**

বিচার প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি পাবার অধিকার কারও নেই। কারও বিরুদ্ধে অন্যায় সংঘটিত হলে বিচার পাওয়া ভুক্তভোগীয় অধিকার। এই অধিকার খর্ব করতে চায় বিশ্বব্যাংক। তারা সবাইকে বিচার প্রক্রিয়ার সম্মুখীন করতে সোচ্চার কিন্তু নিজেরা সব ধরনের বিচার প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি চায়। বিশ্বব্যাংক কথায় কথায় সরকারসহ সবার জবাবদিহিতার পরামর্শ দেয়। নিজেরা জবাবদিহী করতে আগ্রহী নয়। বিশ্বব্যাংকের নীতির এই স্ববিরোধিতা তাদের সব কার্যক্রমকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। তারা তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো ধরনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আগ্রহী নয়। কারণ বিশ্বব্যাংক জানে তারা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে অন্যায় করছে। তাদের নীতির কারণে কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। পরিবেশ, কৃষি ধ্বংস হয়েছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক ২০০০ এবং উন্নয়ন অন্বেষণ (দ্য ইনোভেটর) আয়োজিত 'বিশ্বব্যাংক ও ইম্যুনিটি' সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় বক্তারা বিশ্বব্যাংককে এভাবেই অভিযুক্ত করেন।

উল্লেখ্য, সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ-৭, সংখ্যা ১৬-তে 'বিশ্বব্যাংক যা ইচ্ছা তাই করবে, কিছুই করতে পারবে না বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন করে পাঠকরা সাপ্তাহিক ২০০০কে ধন্যবাদ জানান। মতবিনিময় সভায় রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক †Mvjvg †gv‡ZvRvi ï‡f"Qv e³‡e¨i ga¨ w`‡q ïi“ nq Av‡jvPbv ce| অনুষ্ঠান সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ।

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ (ডানে), ইনোভেটরের ট্রাস্টি রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমির (বামে)

মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও দ্য ইনোভেটরের ট্রাস্টি রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর।

আলোচনার শুরুতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খান বলেন, 'একটি মামলাকে কেন্দ্র করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তৎকালীন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশের পরিচালক ফ্রেডরিক টি টেম্পল আইনগত সহায়তা চেয়ে আমাকে একটি চিঠি দেন। বিশ্বব্যাংকের আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার আছে কি না সেটা জানতে চেয়ে আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আরেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদের কাছে জানতে চাই। পরে এটর্নি জেনারেলের কাছে মতামত চাওয়া হলে তিনি জানান, আইনত সরকার বিশ্বব্যাংককে আইনি সহায়তা দিতে পারে না। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদও একমত পোষণ করেন। সেই থেকে বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটির আলোচনার শুরু।' তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বব্যাংক ড্রাইভিং সিটে আছে সত্য। কিন্তু এটি হয়েছে আমাদের দুর্বলতার জন্যই। প্রশ্ন হলো, বিশ্বব্যাংক অনেক বড় শক্তি, তাদের চেজ করার কোনো উপায় আছে কি না সেটা আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের কোমরের জোর কম হলে বিশ্বব্যাংক পেয়ে বসবে এটা স্বাভাবিক। প্রবন্ধে বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটির সঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি জড়িত উল্লেখ করা হয়েছে। সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় ঐক্য দরকার। শুধু জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়েই বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা সম্ভব। সেই জাতীয় ঐক্য আমরা গড়ে তুলতে পারবো কি না এটাও একটা জরুরি প্রশ্ন।' জাতীয় পার্টির প্রভাবশালী নেতা ও সাংসদ জি এম কাদের। তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাংক ইম্যুনিটি চাচ্ছে, সরকার সেটা দিচ্ছে। পুরো ব্যাপারটাই অপমানজনক। আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত সব বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা আছে কেবল জনগণের। বিশ্বব্যাংকের টাকা সরকারের প্রয়োজন কিন্তু জনগণের প্রয়োজন কি না এ বিষয়টিও বিবেচনাযোগ্য। সংসদে বিল এলে যেটা ফেস করা দরকার সেটা আমরা করবো। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সব ক্ষেত্রেই আমাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। সরকার যেকোনো মূল্যে বিশ্বব্যাংককে ইম্যুনিটি দিতে চাচ্ছে। এটা খুবই খারাপ এটা কাজ হবে। আজকে আমরা দাবি তুলতে পারি, বিশ্বব্যাংকের সব নথি জনগণের জন্য ওপেন করে দিতে হবে। সেটা তারা করবে কি না সেটাও বিবেচনাযোগ্য।

ড. মোজাফফর আহমেদ

এম. হাফিজউদ্দিন খান

ফরহাদ মজহার

জিএম কাদের

হাসানুল হক ইনু

তারা চাইলো আর ইম্যুনিটি দিয়ে দিতে হবে- এটা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ বলেন, '১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই একজন বিচারপতির স্বাক্ষরে বিশ্বব্যাংককে আংশিক ইম্যুনিটি দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটির পেছনে আসলে কারণ আছে। আমি তো দেখি বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় বিখ্যাত ক্রিমিনালদের কোনো সমস্যা হয় না। বিশ্বব্যাংকেরও কোনো সমস্যা হতো না। তারপরও তারা ইম্যুনিটির জন্য অস্থির কেন? ইম্যুনিটি নিয়ে আইনমন্ত্রী টিভিতে বলেছেন, বিশ্বব্যাংকের নীতিগুলো তো আমরাই বাস্তবায়ন করেছি। এই আমরা হলো বিশ্বব্যাংকের দেশীয় পক্ষ। যাদের আমরা বলি বিশ্বব্যাংকের পঞ্চম পক্ষ। বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি নিয়ে তাদেরও অস্থিরতার কারণ আছে। অর্থমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের একনিষ্ঠ কর্মচারী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বিশ্বব্যাংকের পেপার ছাড়া আর কিছুকেই সঠিক মনে করেন না। আর কোনো কিছু তিনি পড়েও দেখেন না। বাংলাদেশে একটি মিথ চালু আছে, বিশ্বব্যাংক একটা উন্নয়ন সংস্থা। এটা মিথ্যা কথা।' বিশ্বব্যাংকের নীতির কারণে বাংলাদেশের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। বরং বিশ্বব্যাংকের নীতিকে বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন নীতির মধ্যে একটা ধ্বংসের কারণ আছে। বিশ্বব্যাংকের নীতির কারণে দেশব্যাপী জলাবদ্ধতাসহ কৃষির ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত মার খেয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় খাতের দিকে তাকালেও একই চিত্র পাওয়া যায়। ব্যাংকিং খাতের একই অবস্থা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। গ্যাসসম্পদ আমাদের হাত থেকে বিদেশীদের হাতে চলে গেছে। বিশ্বব্যাংক পাট খাতের উন্নয়নের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা ঋণ দিলো। যার ফল স্বরূপ আদমজী বন্ধ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের নীতির দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা রুখে দাঁড়াবে এজন্যই বিশ্বব্যাংক আতঙ্কিত। এসব মানুষ মামলা করলে বিশ্বব্যাংকের ঘটিবাটি বেচে ক্ষতিপূরণ শোধ করতে পারবে না। সরকারও তাদের ইম্যুনিটি দিতে চায়, কারণ বিশ্বব্যাংকের পঞ্চম পক্ষও এই অপরাধ থেকে মুক্ত নয়।' বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উবিনীগের ফরহাদ মজহার বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের একজন কর্মকর্তা চাকরি হারিয়েছেন, তিনি মামলা করেছেন। তার চাকরি ফেরত পাওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। আগে রাজনীতি ঠিক করতো দেশের অর্থনীতি। এখন ঠিক করে বিশ্বব্যাংকের মত সংস্থাগুলো। যখন আমরা শর্ত সাপেক্ষে ঋণ নেয়া শুরু করি, তখন থেকেই সার্বভৌমত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন। ডব্লিউটিও'র মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে। ইম্যুনিটির ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন।' বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, 'দেশের অধিকাংশ জনগণই বিশ্বব্যাংকের বিপক্ষে। বিশ্বব্যাংকের কাছে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার সময় এসেছে। বিশ্বব্যাংকের কাছে জনগণ যাতে ক্ষতিপূরণ না চাইতে পারে সেজন্যই তাদের ইম্যুনিটি প্রয়োজন। আজকে বিশ্বব্যাংকের বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও ঐকমত্যের সরকার গড়ে তোলা প্রয়োজন।'

কর্মজীবী নারীর শিরিন আখতার বলেন, 'আমার মনে হয় বাংলাদেশের শ্রমিকরা অনেক আগেই বুঝেছে বিশ্বব্যাংকের কারণে দেশের কতটা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যে কারণে শ্রমিকদের মাঝে দুটি স্লোগান অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'বিশ্বব্যাংকের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও', ' বিশ্বব্যাংকের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও।' বিশ্বব্যাংকের নীতির কারণে যাদের জীবনে বিভীষিকা নেমে এসেছে তারা ঠিকই বুঝেছে বিশ্বব্যাংক কি চিজ। সংসদে হয়তো বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি বিল পাস হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের একসঙ্গে রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। অনেক বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও এক মঞ্চে দাঁড়াতে হবে। অন্যদিকে যারা জনগণের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। আমাদের নতুন কিছু সামাজিক চুক্তি করা প্রয়োজন। সেখানে বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো থাকবে কি না সেটাও আলোচনার ব্যাপার। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোতে বিশ্বব্যাংক হাত দিচ্ছে শুধু এই বিষয় নিয়েই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হতে পারে বলে আমি মনে করি।'

প্রতিটি নাগরিকের জন্য রাষ্ট্র কিছু মৌলিক অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই অধিকারগুলো পাবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। বিশ্বব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যারা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ সব ইস্যুকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং এসব ইস্যু সম্পর্কে জনগণের জানার অধিকারকে বিশ্বব্যাংক কেন রুদ্ধ করতে চায়?- এমন প্রশ্নও উপস্থিত অতিথিরা তোলেন। পাশাপাশি সংবিধান লঙ্ঘন, দেশীয় সব আইন-কানুন উপেক্ষা করে বিশ্বব্যাংককে ইম্যুনিটি প্রদানের সিদ্ধান্ত শুধু কি বিশ্বব্যাংকের স্বার্থে? অন্য কারা কারা বিশ্বব্যাংক থেকে সুবিধা নিচ্ছে এবং ইম্যুনিটির জন্য লবি করেছে, তাদের বিষয়েও অনেক বক্তা প্রশ্ন তোলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. নাসরীন খন্দকার বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি পাওয়ার অর্থই হলো জনগণের অর্জিত অধিকারের লঙ্ঘন। ইসমত জেরিন খানের মামলার পরে বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটির ব্যাপারটি এসেছে। এ ক্ষেত্রে দেশীয় আইন কি বলে সেটা দেখা যেতে পারে। সার্বভৌমত্বের কথা বলছেন সবাই, সেটা কি আছে? আর সার্বভৌমত্ব পেলেই কি সব হয়ে গেলো? এই সার্বভৌমত্বের মধ্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার আছে কি না সেটাও তো দেখার বিষয়। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, সঠিক গণতন্ত্রের চর্চা থাকলে বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে মোকাবেলা করা সমস্যা নয়।'

দেশে একটা কথা চালু আছে, সেটি হলো বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের উন্নয়ন সহযোগী। কিন্তু বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এডিবি'র মতো প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে দেশের অর্থনীতি কতটা এগিয়েছে সেটা গবেষণার বিষয়। আর এই গবেষণাটা সরকারি উদ্যোগেই হওয়া দরকার। স্মরণকালে সরকার এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কি না তা আমাদের জানা নেই।

বিশ্বব্যাংক যতই স্বচ্ছতার কথা বলুক না কেন, তারা নিজেরা কতটা স্বচ্ছ এই প্রশ্ন তোলা যায়। কারণ বক্তাদের অনেকেই বিশ্বব্যাংকের সব পেপার জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার দাবি জানিয়েছেন। তারা জনগণের কল্যাণ আর উন্নয়নের জন্য কাজ করে বলে দাবি করেন। সুতরাং তাদের উন্নয়নমূলক কাগজপত্র জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে আপত্তি কোথায়? মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সব অর্থনীতিবিদই বিশ্বব্যাংকের কারণে দেশের উন্নয়ন হয়েছে- এই তত্ত্ব খারিজ করে দেন। এমনকি বিশ্বব্যাংক না থাকলে বাংলাদেশের কোনো সমস্যা হবে না বলে একজন অর্থনীতিবিদ চ্যালেঞ্জ জানান। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, ‘এত বছর পরে বিশ্বব্যাংকের কেন ইম্যুনিটি দরকার হলো, এই বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। বিশ্বব্যাংক যে আজ ইম্যুনিটি চাচ্ছে, রাষ্ট্রের সব জায়গায় হস্তক্ষেপ করার সাহস পেয়েছে- এর জন্য রাষ্ট্রই দায়ী। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এমন এক জায়গায় এসেছে, তাতে যদি বিশ্বব্যাংক তার দোকান বন্ধ করে চলেও যায়, তাতে এ দেশের অর্থনীতির কিছু হবে না। এটা আমি সব ফোরামে চ্যালেঞ্জ করে বলি। এমনিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন, বিশ্বব্যাংকের টেকনিক্যাল সাপোর্ট ছাড়াও টিকে যাবে। তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট বাংলাদেশের দরকার নেই। ইম্যুনিটি বিশ্বব্যাংক পেয়ে যাবে সংসদে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে। আমরা প্রতিবাদ করতে পারি, আদালতে রিট মামলা দায়ের করতে পারি, পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের কারণে ক্ষতির কারণগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরা উচিত। বিশ্বব্যাংকের টাকা মাধ্যমে ও কিছু মানুষের উন্নতি হওয়া ছাড়া দেশের জনগণের কোনো লাভ হয়নি। বাংলাদেশ এখন একটি নব্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। এখন বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমালেই বাংলাদেশ ঠিকই সারভাইভ করতে পারবে। সাইফুর রহমান সাহেবরা বিশ্বব্যাংকের জন্য কাজ করতেই থাকবেন। এখন এসবের বিরুদ্ধে মানুষকে যদি সচেতন করতে পারি তবেই আমাদের প্রকৃত লাভ হবে।’

বিশ্বব্যাংকের কাঠামো অগণতান্ত্রিক। এর কাঠামোতে সংস্কার আনা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাংক জনগণের সঙ্গে যে অন্যায় আচরণ করেছে, সেটার বিচার হওয়া উচিত। বিশ্বব্যাংক শুধু উন্নয়নের নামে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় আর দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে বলেও অভিযোগ করেন বেশ কয়েকজন বক্তা। জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘আমাদের এখানে রাষ্ট্র এবং সরকার জনগণের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিলটি আমাদের সবার প্রত্যাখ্যান করা উচিত। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যদি নাগরিক আর সংবিধানের পক্ষে দাঁড়াতে চাই, তবে

W. Rvdi“j-vn †PŠaix

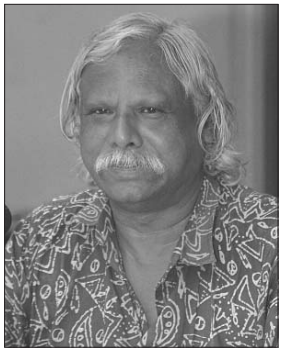

আনু মোহাম্মদ

ড. মঈনুল ইসলাম

এম এম আকাশ

ফরিদা আকতার

ব্যাংকের বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে। বিশ্বব্যাংকসহ সবার মনে রাখা উচিত। তাদের কাছ থেকে আমরা ঋণ নিই, দান নয়। ঋণ আমরা পরিশোধও করি। সুতরাং সকাল-বিকাল তাদের চোখ রাঙানি দেখার দরকার নেই। যদি কোনো দিন আমাদের সুযোগ আসে তবে দেশে একটা নিজস্ব সংস্কার করবো। বিশ্বব্যাংক উন্নয়ন উন্নয়ন খেলার নামে দুর্নীতি আর স্বৈরাচার পোষে। বিশ্বব্যাংকের কাঠামোকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা উচিত। এ বিষয়ে সত্যিকারের সংগ্রাম দরকার। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকারের উচিত বিশ্বব্যাংকের কাঠামোকে গণতান্ত্রিক করার প্রস্তাব বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা।’

বিশ্বব্যাংককে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তার কৌশল নিয়েও তিনি কথা বলেন। পাশাপাশি যেকোনো মূল্যে বিশ্বব্যাংকের মতো অপশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের পথ রুদ্ধ করতে তিনি বলেন, ‘অর্থনীতিবিদরা রাজনৈতিক অর্থনীতির কথা বলেছেন। আমি মনে করি সর্বদলীয় সরকার গঠন সম্ভব হলে অর্থনীতির অঙ্কও মেলানো সম্ভব। এখন আমরা বিশ্বব্যাংকের অপকীর্তি সম্পর্কে কম-বেশি ওয়াকিফহাল। সুতরাং বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে আমাদের সবার রুখে দাঁড়ানো দরকার।’

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংকিংসহ সব সম্ভাবনাময় ও প্রয়োজনীয় সেক্টরগুলো বিশ্বব্যাংকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বক্তারা তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। পাশাপাশি দাতা সংস্থা যে আসলে ঋণদানকারি সংস্থা, এ বিষয়গুলোও তুলে ধরেন। উপস্থিত সবাই দলমত নির্বিশেষে একমত হন যে বিশ্বব্যাংককে ইম্যুনিটি দেয়া ঠিক হবে না। ইম্যুনিটির বিরুদ্ধে সবার সোচ্চার হওয়ারও আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি এই ইস্যুতে দেশের অধিকসংখ্যক মানুষকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করার ওপরও কেউ কেউ মত দেন।

গণস্বাস্থ্যের ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, ‘ডোনাররা কিন্তু ডোনার নয়, তারা ঋণ দেয়। আমি হাসানুল হক ইনুকে বলতে চাই, আওয়ামী লীগের ওপর আপনাদের ভালো প্রভাব আছে। আপনারা কি এই ইস্যুতে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে একটা প্রস্তাব আনতে পারেন না? বিশ্বব্যাংকের অপকীর্তির কথা এখানে আলোচনা হয়েছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন, পৃথিবীর কোনো বড় শহরে আর্সেনিক নেই। ঢাকাতে নেই, টোকিও, নিউইয়র্ক, দিল্লীতে নেই, আর্সেনিক শুধু গ্রামের মানুষের জন্য? ইম্যুনিটি মানি না এমন স্লোগানে কতটা কাজ হবে আমি জানি না। তার অস্ত্র দিয়েই তাকে মারতে হবে। বিশ্বব্যাংক সরকারকে গণতান্ত্রিক হবার পরামর্শ দেয়। জবাবদিহিতার কথা বলে। তাহলে তো আমরা দাবি তুলতে পারি, সরকার স্বাক্ষর করার আগেই সব কাগজ সাংসদদের দিতে হবে। পাবলিকলি উন্মুক্ত করতে হবে। বিশ্বব্যাংক যেহেতু কথায় কথায় জবাবদিহিতার কথা বলে, সুতরাং এটা তো তাকে দিয়েই শুরু করা উচিত। তাদের কাছে আমাদের জবাবদিহিতা করতে হবে আমরা গরিব বলে? বিদেশে একজন ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে তাদের সময় লাগে। আর এখানে কথায় কথায় এ মন্ত্রী, সে মন্ত্রী। তাদের এই কালচার বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। আরও একটা বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কনসাল্টেন্সি আমাদের উন্নয়নের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংককে একটা ঘেরাওয়ের দরকার আছে। আমরা সবাই যদি

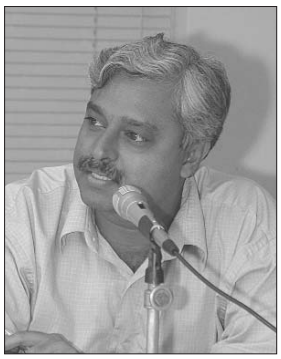

i“nxb †nv‡mb wcÝ

ড. নাসরিন খন্দকার

শিরিন আখতার

এ্যাড. আসাদুজ্জামান

AvLZvi †mvenvb gvki“i

বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিই, তবে নিশ্চয় বিশ্বব্যাংকের আস্ফালন বন্ধ করতে সক্ষম হবো।' বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে উন্নয়নশীল দেশ বা উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন তো হয়ই না বরং আমেরিকা, ইউরোপের স্বার্থ রক্ষা হয়। উদাহরণ হিসেবে বক্তাদের অনেকেই দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডসহ অনেক দেশের উদাহরণ তুলে ধরেন। বিশিষ্ট নারী নেত্রী ফরিদা আখতার বলেন, 'বিশ্বব্যাংক ইম্যুনিটি চাচ্ছে এটা একটা লিগ্যাল বিষয়। আইনের মধ্যে থেকে আইনি প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি চাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে অনেক আগে থেকেই সরকার ভয় পায়। বিশ্বব্যাংকের হেড কোয়ার্টার ওয়াশিংটনে। সুতরাং বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটিসহ এসব বিষয়ে মার্কিন সরকারের আগ্রহ আছে। তবে বিশ্বব্যাংকের প্রশ্নে জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব অবাস্তব।'

বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি আন্তর্জাতিক সব আইন ও সংবিধানের লঙ্ঘন। বহির্বিশ্বে 'টর্ট ল' বলে একটি আইনের ব্যবহার আছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর একজন পাঠিকা অস্ট্রেলিয়া থেকে জানিয়েছেন, টর্ট ল'-এর আওতায় আনলে বিশ্বব্যাংক যে ইম্যুনিটি পেতে পারে না সেটা প্রমাণ হবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক কোনো আইনেই তারা ব্লাঙ্কেট ইম্যুনিটি পাবার অধিকার রাখে না। অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ বিশ্বব্যাংককে অনেক বড় শক্তি উল্লেখ করে বলেন, 'সংবিধানের ৩১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক ইম্যুনিটি পাবার অধিকার রাখে না। বিদেশী নাগরিক যারা এ দেশে আছেন তাদেরও সংবিধানের মাধ্যমে ধরা সম্ভব। আদালতে রিট করলেই বোঝা যাবে বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি প্রদান হলো সংবিধানের লঙ্ঘন।' সংবিধানের ৮৫ নং অনুচ্ছেদ তুলে ধরে বলেন, 'বিশ্বব্যাংককে অবশ্যই সংবিধান ও দেশীয় আইন মেনে চলা উচিত। জাতীয় সংসদের শতকরা ৫৫ ভাগ সাংসদ ব্যবসায়ী। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হুন্ডা-গুন্ডা ছাড়া নির্বাচন হয় না। যা হোক, এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি চাওয়ার অধিকার আছে কিনা? আমি মনে করি নেই। এ কথা ঠিক যে, সিভিলিয়ান সরকার তাকে ইম্যুনিটি না দিলে সে মিলিটারি সরকার আনবে বা আনার চেষ্টা করবে। তারপর আর দেশীয় আইন-কানুনের তোয়াক্কা করবে না। সুতরাং আমাদের অনুধাবন করতে হবে আমরা অনেক বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি।' ওয়ার্কার্স পার্টির আখতার সোবহান মসুর বলেন, 'আমাদের মতো দেশে বিশ্বপুঁজির আক্রমণ বাড়ছে। পার্লামেন্ট দালাল-লুটেরাদের দখলে। ডব্লিউটিও, পিআরএসপি নিয়ে সংসদে কোনো আলোচনা হয়নি। আইন পাস করা যাবে না এই দাবি তোলা উচিত। পাশাপাশি পিপলস ইনিসিয়েটিভ বাড়ানো এবং রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যাকে মোকাবিলা করা উচিত।'

অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান বলেন, 'আদালতকে জাগাতে হবে। জনগণকে জাগাতে হবে। রাস্তার আন্দোলন দিয়ে আইন বিভাগকে জাগানো সম্ভব। আর্মিকে ইনডেমনিটি দেয়া হলেও তাদের তো নিজস্ব একটা বিচার প্রক্রিয়া আছে, সেখানে বিচার হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের তো তাও নেই। তাছাড়া বিশ্বব্যাংকের তো আইনত স্পিচ দেবার অধিকার নেই।'

বিশ্ব এখন এককেন্দ্রিক। আমেরিকা বিশ্বব্যাপী তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করছে। আমেরিকার সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে। এই অভিযোগগুলো খুব সাধারণ। ব্রিটিশরা আগে নিজে অন্য দেশ দখল করে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করতো। বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতির মারপ্যাঁচে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের কলোনি বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। ইম্যুনিটির সঙ্গে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের কথা উঠেছে। '৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেলেও সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের ঘটনা দেশে বারবারই ঘটেছে। যখন থেকে বাংলাদেশ শর্তের মাধ্যমে ঋণ নেয়া শুরু করে, সেদিন থেকেই মূলত সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের শুরু। দেশের যেকোনো ঘটনায় আজকাল বিদেশী শক্তির উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি নিশ্চয়ই সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের লঙ্ঘন। এসব ক্ষেত্রে দলবল নির্বিশেষে এক জায়গায় দাঁড়ানো উচিত। কারণ দেশটা আমাদের, বিশ্বব্যাংকের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। সাপ্তাহিক ২০০০সহ বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ইম্যুনিটির ক্ষেত্রে সুপারিশ করেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। তারা অন্তত এই একটি ইস্যুতে এক মঞ্চে দাঁড়াক এটা জনগণের প্রত্যাশা। কিন্তু আইনমন্ত্রী টিভিতে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে আশাবাদী হওয়ার কিছুই নেই। বিশ্বব্যাংক ইস্যুতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সবাই এক। মতবিনিময় সভায় উভয় দলের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা উপস্থিত থাকার অঙ্গীকার করলেও কেউ উপস্থিত হননি। কেন, তার কারণ বুঝতে বাকি থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে দু'দলের কোনো কোনো নেতা এই ইম্যুনিটির বিরোধিতা করলেও দলের কারণে কোনো অবস্থান নেবেন না এটা পরিষ্কার। সুতরাং জনগণকেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আইনি প্রক্রিয়ায় ইম্যুনিটি পেলে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ইম্যুনিটি আটকানোর চেষ্টা করতে হবে। উপস্থিত প্রায় সবাই এই অভিমত প্রকাশ করেন। পার্লামেন্টে বিল উঠলেও আদালতে ইম্যুনিটির বিরুদ্ধে রিট মামলা দায়েরের সুপারিশ করা হয় মতবিনিময় সভায়।

সমাপনী বক্তব্যে ড. মোজাফ্ফর আহমেদ বলেন, 'গণতন্ত্র, অংশগ্রহণের কথা অর্থনীতিবিদরা শুনিয়েছেন। যেসব প্রতিষ্ঠান আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে যেসব রাষ্ট্র আছে তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই তাদের জবাবদিহিতা কোথায়? ইউএনডিপি'র একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ জনগণের কল্যাণে কাজ করছে- এটা আজ আর কেউ বিশ্বাস করে না। দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত করতে হবে। বিশ্বব্যাংকের ইম্যুনিটি বন্ধে আমাদের পক্ষে সম্ভব সবকিছু করতে হবে। অন্যদিকে যেখানেই অন্যায়, সেখানেই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**